স্বৈরাচার ঠেকাতে, পরিবর্তনের পক্ষে ‘হ্যাঁ’ ভোট দিতে হবে

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব বলেন, ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রীর কাছে সব ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকলে যে সমস্যাগুলো তৈরি হয়, তা হলো তিনি একাধারে সংসদ নেতা হয়ে যান, মন্ত্রিসভার নেতা হন, সরকারপ্রধান হন, রাষ্ট্রপতির ওপর প্রভাব বিস্তার করেন, এমনকি বিচার বিভাগের ওপরও প্রভাব খাটান। ফলে বিচার বিভাগও তাঁর নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। এর কারণে তাঁর বিরুদ্ধে কোনো আইন পাস করা যায় না, কোনো অর্থবিল পাস করা যায় না, কোনো নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। এছাড়াও তাঁর আদেশের বাইরে গিয়ে পুলিশ প্রশাসন কাজ করে না, নির্বাচন কমিশন কাজ করে না, দুদকও কাজ করতে পারে না।

যেহেতু আমাদের দেশের ক্ষমতার ভারসাম্য দরকার এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা দরকার, এজন্য আমরা একটি জাতীয় মুক্তির পথ বের করেছি।

তিনি আরও বলেন, এই মুক্তির পথের মধ্যে যা রয়েছে তা হলো ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা কিছুটা কমিয়ে বিচার বিভাগকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া, সংসদকে স্বাধীনভাবে কাজ করার একটি পথ তৈরি করা। নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, আইন কমিশন ইত্যাদি যে কমিশনগুলো আছে, সেগুলোতে সরকার ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে কমিশনার নিয়োগের ব্যবস্থা করা, যার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানগুলো সক্ষম প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠবে।

বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষের আয়োজনে আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে দশটায় মেহেরপুর সদর উপজেলার খড়ের মাঠ আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টারের উদ্বোধনী মতবিনিময় সভায় এ সকল কথা বলেন তিনি।

তিরি আরো বলেন, আমাদের সরকারের সবচেয়ে বড় দুইটি সমস্যা হলো আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্বল। রাজনৈতিক কর্তৃত্ববাদের বিপরীতে তারা তাদের নিজস্ব ইচ্ছা বাস্তবায়ন করতে পারে না, ফলে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের ইচ্ছাকেই বাস্তবায়ন করতে বাধ্য হয়। আরেকটি বড় সমস্যা হলো আমাদের প্রশাসন এত বেশি স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতিতে আচ্ছন্ন যে, আমরা যদি বিচার বিভাগ ও সংসদকে আলাদা করতে না পারি, তাহলে

ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রীর পিএস যেকোনো মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বা সচিবের থেকেও বড় হয়ে যায়।

এই কুফলগুলো আমরা ইতোমধ্যেই দেখেছি। বাংলাদেশকে এই কুফলগুলো থেকে মুক্ত করতে হলে সংস্কারের পক্ষে আমাদের ‘হ্যাঁ’ বলতে হবে। আমরা যে ক্ষমতার কেন্দ্রভূতকরণ দেখেছি, তার ফলাফল হিসেবে প্রধানমন্ত্রী যেই হন, তিনিই স্বৈরাচার হয়ে যান। এই ৫৪ বছরে আমরা একাধিক স্বৈরাচার দেখেছি।

ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী যেন আবারও স্বৈরাচার হয়ে উঠতে না পারে, সে জন্য আমাদের এগিয়ে এসে পরিবর্তনের পক্ষে ‘হ্যাঁ’ ভোট দিতে হবে।

মতবিনিময় সভার আগে আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টারে ফলক উন্মোচন করা হয়।

পরে বেলুন উড্ডয়ন, বৃক্ষরোপণ, স্পেসালাইজড আইসিটি ট্রেনিং ফর কলেজ টিচার্স শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ (প্রশাসন ও কারিগরি) (যুগ্ম সচিব) সদস্য মোহাম্মদ সাইফুল হাসানের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (ঐকমত্য) মনির হায়দার, মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. শেখ বখতিয়ার উদ্দিন, জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির ও পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়।

গাংনীতে বিএনপির মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে এবার মহিলা দলের বিক্ষোভ

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে এবার বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে উপজেলা ও পৌর মহিলা দলের নেতাকর্মীরা।

আজ শনিবার সকাল ১১টার দিকে গাংনী ফুটবল মাঠ থেকে গাংনী উপজেলা মহিলা দলের সভানেত্রী ফরিদা পারভীনের নেতৃত্বে মিছিলটি বের হয়ে শহর প্রদক্ষিণ শেষে গাংনী বিএনপি অফিসে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে বক্তব্য দেন মেহেরপুর জেলা মহিলা দলের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান লাইলা আরজুমান বানু, গাংনী উপজেলা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক খালেদা ইয়াসমীন, ধানখোলা ইউনিয়ন মহিলা দলের সভানেত্রী শিল্পী খাতুন, বামন্দী ইউনিয়ন মহিলা দলের সভানেত্রী জেসমিন আক্তার ও কাথুলী ইউনিয়ন সভানেত্রী হানুফা খাতুন।

বক্তারা বলেন, মেহেরপুর-২ আসনে যেভাবে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে, তা দলীয় জনমতের পরিপন্থী। আমরা এই মনোনয়ন অবিলম্বে বাতিল করে জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি। অন্যথায় আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

বিক্ষোভ সমাবেশে উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে মহিলা দলের আগত নেত্রী ও কর্মীগণ অংশগ্রহণ করেন।

প্রসঙ্গত, বিএনপির সম্ভাব্য মনোনয়ন ঘোষণার পর থেকে মেহেরপুর-২ আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে আন্দোলন করে আসছেন বিএনপির একাংশের নেতাকর্মীরা। এ আসনে বিএনপি থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন সাবেক এমপি ও জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি আমজাদ হোসেন।

গাংনীতে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবীতে মশাল মিছিল

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে বিএনপির মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবীতে গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির নেতাকর্মীরা মশাল মিছিল করেছে।

দলীয় মনোনয়ন পেয়েছেন সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি আমজাদ হোসেন। কিন্তু জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ

মিল্টনসহ তার অনুসারীরা এই মনোনয়ন মেনে নিতে পারছেন না। মনোনয়ন ঘোষণা পর দিন থেকেই তারা মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবীতে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে। ইতিমধ্যে সাবেক এমপি আমজাদ হোসেনের গ্রুপ এবং বর্তমান জেলা সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের অনুসারীদের মধ্যে সংঘর্ষও ঘটেছে। মোটরসাইকেল ও অফিস ভাংচুরের ঘটনা ঘটেছে।

বিভিন্ন কর্মসূচির অংশ হিসেবে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গাংনী বাসস্ট্যান্ড থেকে উপজেলা বাজার হয়ে জাভেদ মাসুদ মিল্টনের দলীয় কার্যালয়ে মশাল মিছিলটি শেষ হয়।

মশাল মিছিলে উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজউদ্দীন কালু এবং সাধারণ সম্পাদক আবদুল আওয়াল বক্তব্য রাখেন। বক্তারা বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতাদের প্রতি আহবান জানান গাংনীতে মনোনয়ন পরিবর্তন করে জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে মনোনয়ন দেওয়ার জন্য।

এ সময় জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আখেরুজ্জামান, উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আবদাল আহমেদ, পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, পৌর সাংগঠনিক সম্পাদক এডাম সুমন, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি সাজেদুর রহমান বিপ্লব সহ বিএনপি, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে বিএনপির মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে বিক্ষোভ

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে বিএনপি’র সাবেক সংসদ সদস্য আমজাদ হোসেনের দলীয় মনোনয়ন বাতিল করে জেলা বিএনপি’র সভাপতি জাবেদ মাসুদ মিল্টনকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন দলীয় নেতাকর্মীরা।

আজ সোমবার রাতে গাংনী শহরের বাসস্ট্যান্ড এলাকায় মেহেরপুর–কুষ্টিয়া মহাসড়কে টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেন মিল্টনপন্থী নেতাকর্মীরা। এতে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং

কিছু সময়ের জন্য যান চলাচল বন্ধ থাকে।

এর আগে সন্ধ্যায় বিএনপি’র মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনয়ন তালিকা ঘোষণা করলে, আমজাদ হোসেনপন্থী নেতাকর্মীরা উল্লাসে ফেটে পড়েন। অন্যদিকে, মনোনয়ন না পাওয়ায় জেলা বিএনপি’র সভাপতি জাবেদ মাসুদ মিল্টনের অনুসারীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ দেখা দেয়।

আজ রাত ৮টার দিকে ক্ষুব্ধ নেতাকর্মীরা সড়কের ওপর টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। পরে তারা শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে মিছিল করেন।

বিক্ষোভ মিছিলে বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদল ও মহিলা দলের নেতাকর্মীরা অংশ নেন। বিক্ষোভ সমাবেশে গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল বলেন, ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত করতে হলে তৃণমূলের জনপ্রিয় নেতা জাবেদ মাসুদ মিল্টনকেই মনোনয়ন দিতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত মনোনয়ন পরিবর্তন না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলবে।

স্থানীয় রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা বলছেন, মনোনয়ন ঘোষণার পরপরই গাংনীতে বিএনপি’র ভেতরে বিরোধ প্রকাশ্যে এসেছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে জেলা নেতৃত্ব ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সতর্ক অবস্থায় রয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনে স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে উপকূলীয় নারী

উন্নত বিশ্বের নারী যখন মঙ্গল গ্রহে যাওয়ার জন্য নভোচারী প্রশিক্ষণ করছে, তখন আমার উপকূলের কোনো অন্তঃসত্ত্বা নারী সন্তান প্রসবের জন্য ২ ঘণ্টার নদী পথ পাড়ি দেওয়ার আশঙ্কায় ভুগছেন; সুস্থভাবে বাচ্চার জন্ম হবে তো! তিনি নিজে বাঁচবেন তো! নাকি অন্যদের মতো প্রসব-পরবর্তীকালীন জটিলতা বয়ে বেড়াবেন আজীবন। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যে ভরপুর, কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের মারাত্মক প্রভাবে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায়

পরিণত হচ্ছে।

এ অঞ্চলের মানুষের জীবন-জীবিকা আজ বিভিন্ন চ্যালেঞ্জে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে নারীসমাজ- বিশেষত গর্ভবতী, দুগ্ধদায়ী মা ও কিশোরীরা। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সৃষ্ট লবণাক্ততা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, সুপেয় পানির সংকট, অপুষ্টি ও মানসিক চাপ তাদের স্বাস্থ্যঝুঁকি বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

বাংলাদেশের ১৯টি জেলা উপকূলীয় অঞ্চল হিসেবে বিবেচিত। এর মধ্যে সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী, লক্ষিপুর, বরগুনা, ভোলা, নোয়াখালী ও কক্সবাজার বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এই অঞ্চলে ঘন ঘন ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও বন্যা দেখা দিচ্ছে। একই সঙ্গে ভূগর্ভস্থ পানিতে লবণাক্ততা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, অনেক স্থানে পানযোগ্য পানি পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে নারীর মৌলিক চাহিদার ওপর।

পরিবারে পানির যোগান, রান্না, সন্তান লালন-পালন ও দৈনন্দিন গৃহকর্মে প্রধান ভূমিকা পালন করেন নারীরা। ফলে পানির সংকট, খাদ্যাভাব বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের অভিঘাত তারা সরাসরি বহন করেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, উপকূলীয় অঞ্চলে দীর্ঘদিন লবণাক্ত পানি পান করার ফলে উচ্চ রক্তচাপ, প্রসূতি জটিলতা, ত্বকজনিত রোগ ও কিডনি সমস্যা দেখা দিচ্ছে। গবেষণায় দেখা গেছে, উপকূলীয় অঞ্চলের গর্ভবতী নারীদের মধ্যে উচ্চ রক্তচাপের প্রবণতা সমভূমির নারীদের তুলনায় দ্বিগুণ বেশি। গর্ভাবস্থায় অতিরিক্ত লবণাক্ত পানি পান করলে প্রি-এক্লাম্পসিয়া ও এক্লাম্পসিয়ার মতো প্রাণঘাতী রোগ দেখা দিতে পারে, যা মা ও নবজাতকের জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ। এছাড়া লবণাক্ত পানিতে গোসল করার কারণে অনেক নারীর ত্বক পুড়ে যায়, চুল পড়ে যায় এবং চুলকানিসহ নানা চর্মরোগে ভোগেন।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে উপকূলে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। লবণাক্ত মাটি ও পানির কারণে ধান, শাকসবজি ও ফলমূল উৎপাদন কমে গেছে। ফলে খাদ্যে বৈচিত্র্য হারিয়ে যাচ্ছে, বাড়ছে অপুষ্টি। অপুষ্টি নারীর রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে রক্তশূন্যতা ও অকাল বার্ধক্য দেখা দিচ্ছে। উপকূলীয় অঞ্চলে নিরাপদ পানির অভাব এখন একটি বড়ো স্বাস্থ্যঝুঁকি। লবণাক্ত পানির কারণে টিউবওয়েল ও পুকুরের পানি প্রায় অযোগ্য হয়ে পড়ছে। নারীরা প্রতিদিন কয়েক

স্কুল ও আশ্রয়কেন্দ্রে নারীবান্ধব টয়লেট ও স্যানিটেশন সুবিধা বাড়ানো হয়েছে। “Safe Water Supply in Coastal Belt Project” নামে একটি বিশেষ প্রকল্প বর্তমানে খুলনা, সাতক্ষীরা, ভোলা ও পটুয়াখালী জেলায় চলমান। স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় উপকূলীয় এলাকায় Climate Resilient Health System গড়ে তোলার কার্যক্রম শুরু করেছে। সাইক্লোনপ্রবণ অঞ্চলে মোবাইল মেডিকেল টিম গঠন করা হয়েছে, যারা দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে মাঠপর্যায়ে চিকিৎসা প্রদান করে। প্রতিটি উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে নারী ও শিশুবান্ধব স্বাস্থ্যক্যাম্প পরিচালিত হচ্ছে। প্রসূতি ও জরুরি চিকিৎসা সেবা (EmOC) নিশ্চিত করতে দক্ষ ধাত্রী নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া স্বাস্থ্য অধিদপ্তর স্থানীয় কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে জলবায়ু অভিযোজন নির্দেশিকা চালু করেছে, যাতে স্বাস্থ্যকর্মীরা পরিবেশ-সম্পর্কিত রোগ সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারেন।

সরকার জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ ও Gender Action Plan on Climate Change অনুসারে নারী ক্ষমতায়নমূলক বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে, যেমন উপকূলীয় নারীদের জলবায়ু সহনশীল কৃষি প্রশিক্ষণ, লবণ-সহনশীল ধান, সবজি চাষ ও হাঁস-মুরগি পালন। স্থানীয় পর্যায়ে নারীদের নেতৃত্বে কমিউনিটি সচেতনতা দল (Women Climate Forum) গঠন। মাতৃত্বকালীন ভাতা, বিধবা ভাতা ও খাদ্য সহায়তা কর্মসূচির আওতায় উপকূলীয় নারীদের অগ্রাধিকারভিত্তিক অন্তর্ভুক্তি।

এনজিও ও সরকারি সংস্থার যৌথ উদ্যোগে নারী উদ্যোক্তা সহায়তা তহবিল, যা জলবায়ু-সহনশীল জীবিকা গড়ে তুলতে সাহায্য করছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় তার “Standing Orders on Disaster (SOD)”–এ নারীর নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ক নির্দেশনা যুক্ত করেছে। প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্রে নারীস্বাস্থ্য কর্ণার চালু করা হয়েছে, যেখানে নারী চিকিৎসক ও ধাত্রী দায়িত্ব পালন করেন। আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে স্যানিটারি সামগ্রী ও প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহের ব্যবস্থা রয়েছে। দুর্যোগ-পরবর্তী সময় মোবাইল ক্লিনিক ও ফিল্ড হাসপাতাল স্থাপন করা হয়, যেখানে নারীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা ও পুষ্টি পরামর্শ দেওয়া হয়। জলবায়ু বিপর্যয়ের কারণে অনেক নারী পরিবার ও সম্পদ হারিয়ে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। এ সমস্যা মোকাবেলায় সরকার সম্প্রতি Community Mental Health Programme চালু করেছে। উপকূলীয় জেলা হাসপাতালগুলোতে মানসিক স্বাস্থ্য কর্নার স্থাপন এবং ট্রমা–ভুক্তভোগী নারীদের

সহযোগিতা প্রয়োজন। কেননা, উপকূলের নারী শুধু ভুক্তভোগী নয়-তিনি পরিবর্তনের অগ্রদূত। বর্তমানে রাষ্ট্রীয় নীতি, সরকারি পদক্ষেপ ও স্থানীয় পর্যায়ের উদ্যোগগুলো ধীরে ধীরে পরিস্থিতি পাল্টে দিচ্ছে।

লেখক: সহাকারী তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদপ্তর।

মুজিবনগর থানাসহ মেহেরপুরের ৫ প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন

মেহেরপুর মুজিবনগর থানা, শেখ রাসেলের নামে দুটি মিনি স্টেডিয়াম, মুজিবনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ছহিউদ্দীন টেক্সটাইল ভকেশনাল ইনষ্টিটিউটসহ দেশের ৯৭৭টি প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করেছে সরকার।

পরিবর্তিত প্রতিষ্ঠানের কয়েকটির নামকরণ করা হয়েছে এবং কিছু প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা হয়নি। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার পরিবারের সদস্যদের নাম থাকায় পরিবর্তন করা হয়েছে বলে প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে।

মুজিবনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন, নতুন নাম ‘মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়’

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ বৃহস্পতিবার (১৬ জানুয়ারি) নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক পোস্টে জানান, শেখ পরিবারের সদস্যদের নাম বাদ দিয়ে দেশের ১৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের

নতুন নামকরণ করা হয়েছে।

পরিবর্তিত নামগুলোর তালিকায় রয়েছে:

মুজিবনগর বিশ্ববিদ্যালয়, মেহেরপুর → মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়

শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়, নেত্রকোণা → নেত্রকোণা বিশ্ববিদ্যালয়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়, কিশোরগঞ্জ → কিশোরগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়, নওগাঁ →নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর → গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শরীয়তপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় → শরীয়তপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ → বাংলাদেশ ডিজিটাল ইউনিভার্সিটি

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, জামালপুর → জামালপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পিরোজপুর → পিরোজপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নারায়ণগঞ্জ → নারায়ণগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ → গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিনেইম ইউনিভার্সিটি, চট্টগ্রাম → মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অ্যাভিয়েশন অ্যান্ড অ্যরোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয় → অ্যাভিয়েশন এন্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ